



279049 - আগতে উমরার তাওয়াফ করবে; নাকি তারাবী পড়বে?

প্রশ্ন

যে ব্যক্তি এশার আযানরে কয়কে মনিটি আগে উমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কার হারামে প্রবেশে করছে সে কি জামাতের সাথে তারাবীর নামায আদায় করার পর উমরা পালন করতে পারবে; যাতে করে সে ইমামের সাথে কয়ামুল লাইল আদায় করার সওয়াব থেকে বঞ্চিত না হয়; যতক্ষণ না ইমাম সমাপ্ত করে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ হচ্ছে সবকছির আগে তাওয়াফ শুরু করা; যমেনটি দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করছেন ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) তাঁর 'মানসাক'-এ। তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে প্রবেশে করার পর তাওয়াফ দিয়ে শুরু করেন। তাওয়াফের আগে তিনি তাহয়্যা তুল মাসজদিও পড়েননি। বরং মসজিদে হারামের তাহয়্যা হচ্ছে তাওয়াফ।

উরওয়া (রহঃ) আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আগমন করলেন তখন প্রথম তিনি যা করলেন সেটা হল ওয়ু করে তাওয়াফ করা।"[সহিহ বুখারী (১৬১৪) ও সহিহ মুসলিম (১২৩৫)]

হাফযে ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন:

এই হাদিসে দলিল রয়েছে যে, আগন্তুকরে জন্য তাওয়াফ দিয়ে শুরু করা মুস্তাহাব। কনেনা সেটাই হচ্ছে মসজিদে হারামের তাহয়্যা বা সম্ভাষণ। কোন কোন শাফয়ি আলমে ও তার সাথে একমত পোষণকারীগণ এই হুকুম থেকে সুন্দরী ও সম্ভ্রান্ত নারীকে বাদ রেখেছেন, যে নারী পুরুষের মাঝে বেরে হয় না। এমন নারী যদি দিনের বেলায় আগমন করেন তাহলে তার জন্য বলিম্বে রাত্রে তাওয়াফ করা মুস্তাহাব।

অনুরূপভাবে কটে যদি ফরয নামায কথিবা ফরয জামাত কথিবা মুয়াক্কাদা জামাত কথিবা কাযা নামাযের জামাত ছুটে যাওয়ার আশংকা করেন তবে এ সব আমলকে তাওয়াফে কুদুম (আগমনী তাওয়াফ)-এর উপর প্রাধান্য দিবে।"[ফাতহুল বারী (৩/৪৭৯) থেকে সমাপ্ত]

এর থেকে জানা যায় যে, জামাতের সাথে নামায সুন্নততে মুয়াক্কাদা হলও সেটাকে তাওয়াফের উপরে প্রাধান্য দেওয়া হবে।



ইবনে কুদামা বলেন:

"মসজিদে প্রবেশ করার পর যদি কোন ফরয নামাযের কথা কথিবা কাযা নামাযের কথা স্মরণে আসে কথিবা ফরয নামাযের ইকামত হয়ে যায় তাহলে তাওয়াফের উপর এগুলোকে অগ্রাধিকার দবি। যহেতে নামায হচ্ছে ফরয; আর তাওয়াফ হচ্ছে তাহয়িয়া। এবং যহেতে তাওয়াফের মাঝে যদি ইকামত হয়ে যায় তাহলে নামাযের জন্য তাওয়াফ কর্তন করতে হয়। তাই নামায দিয়ে শুরু করা যুক্তযুক্ত। আর যদি ফজরের দুই রাকাত সুননত নামায কথিবা বতিরি নামায ছুটে যাওয়ার আশংকা করে কথিবা লাশ হায়রি থাকে সেক্ষেত্রে এ আমলগুলোকে প্রাধান্য দবি। যহেতে এগুলো এমন সুননত আমল যগুলো ছুটে যাবে; কন্তি তাওয়াফ তো আর ছুটে যাবে না।"[আল-মুগনী (৩/৩৩৭) সমাপ্ত]

এ কারণ দর্শানো থেকে গ্রহণ করা যায় যে, ইমামের সাথে তারাবীর নামায পড়াকে তাওয়াফের উপর প্রাধান্য দয়ো হবে। যহেতে সটো এমন সুননত যা ছুটে যাওয়ার ভয় আছে।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে প্রশ্ন করা হয়ছেলি: হজ্জকারী ও উমরাকারীর উপর নামাযের জন্য তাওয়াফ বা সাযী স্থগতি করা কআবশ্যক?

জবাবে তিনি বলেন: "যদি ফরয নামায হয় তাহলে নামায পড়ার জন্য তাওয়াফ বা সাযী স্থগতি করা আবশ্যক। কনেনা জামাতের সাথে নামায আদায় করা ওয়াজবি। এর জন্য সাযী স্থগতি করার রুখসত বা অবকাশ দেওয়া হয়ছে। তাই তার সাযী বা তাওয়াফ থেকে বরে হওয়াটা হবে বধৈ বরে হওয়া। আর জামাতে প্রবেশে করাটা হবে ওয়াজবি প্রবেশেকরণ।

পক্ষান্তরে যদি নফল নামায হয়; যমেন রমযানের তারাবীর নামায; তাহলে সজেন্য সাযী ও তাওয়াফ স্থগতি করবে না।

তবে, উত্তম হচ্ছে এভাবে চেষ্টা করা যাতে করে তাওয়াফ তারাবীর পরে পড়; যনে জামাতের সাথে তারাবীর নামায আদায় করার ফযলিত থেকে নিজেকে বঞ্চিত না করে।"[মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়লিসি শাইখ ইবনে উছাইমীন (২২/৩৪৯-৩৫০)]

পূর্বোল্লখেতি আলোচনার ভিত্তিতে:

যে ব্যক্তি উমরা করার উদ্দেশ্যে এশার আযানের কয়কে মনিটি আগে মসজিদে হারামে প্রবেশে করছে সে ব্যক্তি ইমামের সাথে তারাবীর নামায আদায় করে তারপর উমরা আদায় করবেন; যাতে করে তিনি মর্যাদাপূর্ণ উভয় আমল পালন করতে পারনে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।